JESUS REDEEMS MINISTRIES

যুব প্রবণতা

মে ২০২৫

দ্বিধা যথেষ্ট
বিলম্ব যথেষ্ট

দৌড়াও অক্লান্তভাবে

ভূমিকা

আমার প্রিয় তরুণ যোদ্ধারা,

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবময়নামে আপনাদেরকে শুভেচ্ছাজানাই!

আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে আমরা শেষ সময়ের সন্ধিক্ষণে বাস করছি, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তীব্র গতিতে ছুটে চলছি। প্রভু আমাদের কাছ থেকে যা আশা করেন তা হল তীব্রতা, উদ্যোগ এবং দ্রুততা। যে কোনও পরিচর্যাই হোক না কেনপ্রভুর রাজ্যেরজন্য, আমাদেরভিতরে অবশ্যই ইচ্ছাএবং আগুন থাকতে হবে। একই সাথে, আমাদের অবশ্যই ক্রমাগত নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে-আমাদের উপর অর্পিত কাজটি আমরা কতটা আগ্রহের সাথে করছি?

যদি দুই মাসের মধ্যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও,চার মাস লেগে যায় সম্পন্ন হওয়ার জন্য,তাহলে স্পষ্টতই উদ্যোগের অভাব প্রকাশ পায়।

যখন ইস্রায়েলের লোকেরা ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে যেরুশালেমের মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য ফিরে আসে, তখন তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কিন্তু বিরোধিতা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে কাজটি স্থগিত হয়ে যায় এবং মন্দির নির্মাণ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে! এমনকি কেউ কেউ ঈশ্বরের কাজ ত্যাগ করে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজে মনোনিবেশ করে, প্রভুর ঘরের পরিবর্তে নিজস্ব ঘর তৈরি করে। কিন্তু প্রভুর বাক্য যখন উপস্থিতহয়, তখন লোকেরা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল; তারা নতুন শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সমস্ত প্রতিরোধকে অতিক্রম করে তৎপরতারসাথেএবং দৃঢ়তার সাথে কাজটি সম্পন্ন করেছিল।

অনেকসময় আসে, যখন হতাশা এবং দুর্বলতা আমাদের ঈশ্বরের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।তবুও,স্বয়ং প্রভুই আমাদের শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত করেন, আমাদের অনুগ্রহ এবং শক্তি প্রদান করেন যাতে আমরা অক্লান্তভাবেদৌড়াতে পারিএবংথেমেনাথেকেতাঁর কাজ সম্পাদন করতে পারি।

কিন্তু কেন আমাদের দ্রুত এগোতে হবে?

কারণ স্বর্গ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে! অতএব,যুবকদের আহ্বান করা হয়েছে তাঁর উদ্দেশ্যের পূরণের জন্য, তোমাদের অবশ্যই প্রতিটি পরিচর্যায় আগ্রহ,উদ্যোগ এবং দ্রুততার সাথে সেবা করার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। আগ্রহ, উদ্যোগ এবং দ্রুততা এই তিনটি গুণাবলী হল ঈশ্বরের প্রতিটি দাসের মধ্যে পাওয়া স্বতন্ত্র লক্ষণ যারা তাঁর মহিমার জন্য মহৎ কাজ সম্পাদন করেছেন।

প্রেরিত পৌল অক্লান্ত ভাবে দৌড়েছিলেন,সুসমাচারের লক্ষ্যে অবিরাম নিরলস উদ্যোগের সাথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
দায়ূদ যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রবল দৃঢ়সংকল্প নিয়ে দৌড়েছিলেন।
ইষ্টেরের বার্তাবাহকরা সুসংবাদ বহন করার জন্য ঘোড়া এবং উটে দ্রুতগতিতে চড়েছিলেন।
প্রতিটি পুনর্জাগরণের বীরের আত্মা এমনই ছিল!

ইগনিটার হিসাবে

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে আপনার প্রবলতাস্পষ্ট হোক।
আপনার উৎসাহকে পুনর্জাগরণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে দৃশ্যমান হতে দিন।
এবং দ্রুততাকে আপনার জীবন এবং পরিচর্যার
পরিচয় হয়ে উঠতে দিন।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান; যথেষ্ট বিলম্ব! আমাদের পা এখনই ক্লান্তিহীন বার্তাবাহকদের মধ্যে রূপান্তরিত হোক, একা যীশুর মহিমার জন্য বিশ্রাম ছাড়াই ছুটে চলুক!

খ্রিষ্টের মিশনে,
মোহন সি.লাজারাস

খ্রিষ্টধর্ম

তারপর বনাম এখন

হ্যালো প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা,যীশু খ্রীষ্টের অতুলনীয় নামে শুভেচ্ছা! এই মাসে, "খ্রিষ্টধর্ম: তখন এবং এখন"বিষয়ের অধীনে আমরা "ডিজিটাল বাইবেল সংস্কৃতি"নিয়ে আলোচনা করব।

খ্রিষ্টধর্ম তখন: একটা সময় ছিল যখন বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকুল হয়ে থাকত, ধর্মগ্রন্থ শোনার এবং বাক্যধরে রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠত, কারণ বাইবেলখুবকমপাওয়াযেতো এবং মূল্যবানছিল।

খ্রিষ্টধর্ম এখন: আজকাল, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটি বাইবেল থাকে,প্রায়শই একাধিক অনুবাদ থাকে! প্রতিটি স্মার্টফোনে অসংখ্য বাইবেল অনুবাদ এবং অ্যাপ সহজেই পাওয়াযায়, তাই ঈশ্বরের বাক্য আগের চেয়ে অনেক বেশিসহজলভ্য।তবুও,বিদ্রূপাত্মকভাবে, এর শ্রদ্ধা এবং গভীরতা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই - আমি বলছি না যে ডিজিটাল বাইবেল ভুল। তবে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মুদ্রিত বাক্য (হার্ড কপি বাইবেল) পড়ার আরও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আসন্ন আলোচনায়, আমি ডিজিটাল এবং মুদ্রিত বাইবেলের শক্তি এবং ত্রুটিগুলি অন্বেষণ করতে চাই, কেন মুদ্রিত কপি এখনও অমূল্য রয়ে গেছে তা আলোকপাত করতে চাই।

মুদ্রিত বা ইবেল বনাম ডিজিটাল বাইবেলের সুবিধা এবং অসুবিধা

মুদ্রিত বাইবেলের শক্তি (সুবিধা)

- **অবিচ্ছিন্ন পড়ার অভিজ্ঞতা:** ভিন্নডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে, একটি মুদ্রিত বাইবেল একটি বিভ্রান্তি-মুক্ত পরিবেশ প্রদান করে, যা গভীর মনোযোগ এবং ধ্যানের সুযোগ করে দেয় ।t
- **ব্যক্তিগত নোট এবং বিশেষবিশ্লেষণ:** আপনি নোট করে রাখতে পারেন, মূল অনুচ্ছেদগুলি আন্ডারলাইন করতেপারেন এবং অতীতের অন্তর্দৃষ্টিগুলি পুনর্বিবেচনা করতেপারবেন ।আপনার বাইবেল অধ্যয়নকে আরও ব্যক্তিগত এবং প্রতিফলিত করে তুলতে পারবেন।
- **শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি:** যত তুমি যখন আপনি পৃষ্ঠাগুলি উল্টান এবং দৃশ্যত পদগুলি খুঁজে পান, তখন আপনার মন স্বাভাবিকভাবেই মূল ধর্মগ্রন্থেরপদগুলি মনে রাখে, যা মনে রাখা সহজ করে তোলে।

মুদ্রিত বাইবেলের সীমাবদ্ধতা(অসুবিধা)

- **পাবলিক স্পেসে কম সুবিধাজনক:** মুদ্রিত বাইবেলে দ্রুত কোনও পদ খুঁজে বের করা স্মার্টফোন ব্যবহারের চেয়ে কম সুবিধাজনক।
- **সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধা নকরা যায়না** - নির্দিষ্ট পদ খুঁজেপেতে বা বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ভাবে অনুধাবন করতে সুচী ব্যবহারকরারপ্রয়োজনহয়।
- **পাশাপাশি সীমিতউ ল্লেখ-** পাশাপাশি অনুবাদ, অন্তর্নিহিতবিশ্লেষণ, বা নিজের তৈরি করা প্রসঙ্গ গুলি সহজে উপলব্ধ হয়না।
- **ক্ষয়ও ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা:** মুদ্রিত বাইবেলগুলি ঘন ঘন ব্যবহারের কারণে, জল পড়েযাওয়ায়, অথবা প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে সময়ের সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ডিজিটাল বাইবেলের শক্তি (সুবিধা)

- **যেকোনো জায়গায়দ্রুতউপলব্ধ:** একটি ডিজিটাল বাইবেলের সাহায্যে, আপনি আপনার ডিভাইসে কেবল একটি চাপ দিয়ে যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় ধর্মগ্রন্থ উপলব্ধ করতে পারবেন।
- **আপনার নখদর্পণে একাধিক অনুবাদ:**

আপনি তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন বাইবেল অনুবাদের তুলনা করতে পারেন, যা শাস্ত্র সম্পর্কে আপনার জ্ঞানকে আরও গভীর করে তুলবে।

ডিজিটালবাইবেলেরসীমাবদ্ধতা(অসুবিধা)

- **সীমিত ব্যক্তিগতকরণ:** একটি স্পর্শনিয়বাইবেলের মতো, ডিজিটাল সংস্করণগুলি ব্যক্তিগত নোট এবং লক্ষ্যনিয়জায়গাগুলিকে,অর্থপূর্ণউপায়ে লেখার একই ক্ষমতা প্রদান করে না।
- **সম্ভাব্য বিভ্রান্তি:**মোবাইল ডিভাইসে বিজ্ঞাপন এবং কোনোব্যক্তির কল আপনার অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, যার ফলে বাইবেল অধ্যয়নেরসময় মনোযোগ স্থিররাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক মিশনারি এবং অগ্রগামী তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যাতে পবিত্র বাইবেল মুদ্রিত হয়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়াযায়।প্রাচীন পুস্তকগুলি থেকে এটি কঠোর পরিশ্রমের সাথে অনুবাদ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যার ফলে আজ আমাদের কাছে এটি সহজলভ্য হয়েছে ।তবুও, এমন কিছু দেশ আছে যেখানে বাইবেল স্বাধীনভাবেপড়া বা নিজস্বকরা যায় না। এমনকি এখনও, অসংখ্য ভাষা ঈশ্বরের বাক্যের অনুবাদিত সংস্করণ ছাড়াই রয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর ঐশ্বরিক কৃপায়, প্রভু আমাদের নিজস্ব ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন ।ডিজিটাল বাইবেল পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখের জন্য কার্যকর হলেও, ব্যক্তিগত ভক্তির জন্য মুদ্রিত বাইবেল ব্যবহার করার অভ্যাস করুন ঈশ্বরের বাক্য হাতে ধরে রাখা, এর সত্যের উপর ধ্যান করা এবং এটিকে আপনার হৃদয়কে গঠন করতে দেওয়ার মধ্যে কিছু গভীরতা রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করুন,তিনি আপনাকে সম্মান করবেন।

"কারণ তুমি তোমার সমস্ত নামের উপরে তোমার বাক্যকে মহিমান্বিত করেছ।" (গীতসংহিতা ১৩৮:২)

আত্মবিশ্বাসের সাথে বেড়েউঠুন

রোমান ক্যাথলিক পরিবারের একমাত্র কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন কিন্তু সরকারি চাকরির জন্য সংগ্রাম করার সময় অসংখ্য প্রত্যাখ্যান এবং নিরুৎসাহজনক কথা সহ্য করেছিলেন। তবুও, তিনি যীশুর বাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন, অবিশ্বাস কখনো তার বিশ্বাসকে নড়তেদেয়নি। অটল দৃঢ়সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের সাথে, তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন এবং আজ তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন।

আপনার পরিবার এবং প্রারম্ভিকজীবন সম্পর্কে আমাদের বলবেন?

আমার নাম মারিয়া ইষ্টের বেবি। আমার জন্ম ওবেড়ে ওঠা থুথুকুডি জেলার কোভিলপট্টিতে। সেখানেই আমার স্কুল এবং কলেজ শিক্ষা শেষ হয়। আমি একজন ধর্মনিষ্ঠপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক পরিবার থেকে এসেছি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা প্রতিটি ঐতিহ্য মেনে গভীর ধর্মীয়মূল্যবোধের সাথে বেড়ে উঠেছি। আমার বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা হওয়ায়, আমাকে খুব যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করা হয়েছিল।ছোটবেলা থেকেই আমি পড়াশোনায় অসাধারণ ছিলাম। আমি ২০১২ সালে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সম্পন্ন করি এবং পরে একটি সরকারি চাকরি করাশুরুকরি।

ঠিক আছে... তাহলে, তুমি সরকারি চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলে। তুমি কি সফল হয়েছো?

পারিবারিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের কারণে, আমি সরকারি চাকরির জন্য আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারিনি। তবে,২০২০র, ১লাজানুয়ারীতে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম, এবং সেই মুহূর্ত থেকে, আমার আধ্যাত্মিক যাত্রাশুরু হয়। আমি আরও আন্তরিকভাবেযীশুকে খুঁজতে শুরু করি।বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যে, প্রভু আবার আমার সাথে কথা বললেন, সরকারি পরীক্ষার জন্য আমার প্রস্তুতি পুনরায় শুরু করতে উৎসাহিত করলেন। যদিও আমার কোনও প্রভাবশালী পটভূমি বা বাহ্যিক সমর্থন ছিল না, তবুও আমি তাঁর উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছিলাম এবং বিশ্বাসে এগিয়ে গিয়েছিলাম।আমার চারপাশের লোকদের নিরুৎসাহিত কথা সত্ত্বেও, আমি ২০২২ সালে TNPSC পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করি।

পড়াশোনা শুরুর মাত্র এক মাস পর, আমার ডান চোখেরদৃষ্টিশক্তিধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। কারণ নির্ণয় করার আগেই,এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ৭৫%
দৃষ্টিশক্তিহারিয়েযায়।একাধিক মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু কেউই আমার অবস্থার কারণ প্রকাশ করতেপারেনি। প্রতিটি রিপোর্টই 'স্বাভাবিক' বলে ফিরে এসেছিল। ডাক্তাররা ভাইরাল সংক্রমণের সন্দেহ করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন চিকিৎসায় আরও

দেরীহলে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব অবস্থা হতে পারে। তবে, তারা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই এবং চিকিৎসারনিজস্বসম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, আমার চিকিৎসা করা হয়েছিল।টানা তিন দিন ধরে আমাকে শিরায় ড্রিপ দেওয়া হয়েছিল, তারপরে পরবর্তী ৪০ দিন ধরে দিনে তিনবারকরে ওষুধের ডোজ কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে, পরীক্ষার তারিখ দ্রুত এগিয়ে আসছিল। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত করে তুলেছিল; ক্লান্তিতে আমি দাঁড়াতেও দুর্বল বোধ করছিলাম।

ওহনা... তুমি সরকারি চাকরি করতে বেরিয়েছিলে, কিন্তু দুর্বলতা তোমাকে গ্রাস করেছিল। তুমি কীভাবে তা সহ্য করলে?

মোহন দাদাপ্রায়শই বলতেন, "চিকিৎসা পেশা দাররা প্রায়শই যা নয় তা এমনভাবেবলেনযেন তা সত্য, তবে সমস্ত চিকিৎসকের উপরে একজন চিকিৎসক আছেন – যীশু, "চলো প্রার্থনা করি"সভাতে আমি জেনেছিলাম। তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, আমি প্রতিদিন আমার মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করতে লাগলাম,"প্রভু, তোমার শক্তি আমাকে ধরে রাখুক।"

আমি যখন অবিরাম প্রার্থনা করছিলাম, তখন প্রভু আমার সাথে কথা বললেন:"আমি তোমার চিরন্তন আলো হব" এবং "আমার শক্তি দুর্বলতায় পূর্ণতা লাভ করে।" তাঁর কথাগুলি আমাকে দিন দিন শক্তিশালী করে তুলেছিল। সেই ঐশ্বরিক শক্তিতেনির্ভরকরে, আমি আবার আমার পড়াশোনা শুরু করি। যখন আমি প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তখন আমাকে আমার ডান চোখ হাত দিয়েঢেকে রাখতে হয়েছিল এবং পড়তেও লিখতে কেবল বাম চোখের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। আমার জয়ের কোনও নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর, তাঁর করুণায়, আমাকে প্রথম ধাপটি পাশ করতে সক্ষম করেছিলেন।

একদিকে ছিল আমার দুর্বলতা; অন্যদিকে ছিল তাঁর অটল বাক্য - আমি তাঁর প্রতিশ্রুতি ধরে চলতে বেছে নিয়েছিলাম। প্রতিদিন, আমি প্রশংসার বলিদান নিবেদন করতাম। মূল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, আমার স্বাস্থ্যের উল্লেখ যোগ্য অবনতি ঘটে।

ঠিক তখনই আমি অ্যাচিভার্স ২০২৩-এ যোগ দিই, যেখানে একজন ছাত্রী বর্ণনা করে যে ঈশ্বর কীভাবে তার দুর্বলতাকে সাক্ষ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার ঘটনা আমার বিশ্বাসকে আন্দোলিতকরে, এবং আমি প্রভুর কাছে চিৎকার করে বলি,"আমার দুর্বলতাকে সাক্ষ্যে পরিণত করো ঠিক যেমন তুমি তার জন্য করেছ।" অটল বিশ্বাসের সাথে, আমি প্রতিদিন তাঁর সামনে আমার হৃদয় উজাড় করে দিতাম, এই বিশ্বাসে যে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করবেন।

অসাধারণ... তুমি প্রার্থনা করেছিলে। কিন্তু তুমি কি তোমার বিশ্বাস পূর্ণ প্রার্থনার উত্তর পেয়েছ?

হ্যাঁ! কয়েকদিন পর, আমার দৃষ্টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি আমার চোখে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা অনুভব করলাম, যা আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। সেই নতুন শক্তি নিয়ে, আমি আবার পড়াশোনা শুরু করলাম এবং আমার মূল পরীক্ষায় অংশ নিলাম। ফলাফল ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়। আমার সামগ্রিক র‍্যাঙ্ক ছিল ৩৩০৩, এবং বিসি কমিউনিটির মধ্যে, আমি ১৮১৬ নম্বরে র‍্যাঙ্ক করেছি। আমার আশেপাশের লোকেরা বলত যে এই র‍্যাঙ্কের চাকরি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে।

কিন্তু আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম,"প্রভু, তুমিই আমাকে সমস্ত কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা করতে সক্ষম করেছো।এই শেষ মুহূর্তটিও আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি"। একমাত্র জিনিস যা আমি ধরে রেখেছিলাম তা হল আমার বিশ্বাস - আমি এটিকে দমে যেতে দিতে অস্বীকৃতি করি।

যখন আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছিলাম, প্রভু আমাকে যাবেষের অটল বিশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দিলেন।সেই স্মরণ আমাকে নতুন শক্তিতে ভরিয়ে দিল।

আমি যতই নিরুৎসাহিতকারী কথা শুনতামনা কেন, আমি হতাশ হতাম না।আমি বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করলাম, সন্দেহ বা উদ্বেগের চিহ্ন ছাড়াই।

২৪শে মে, ২০২৪ তারিখে, যখন আমি আমার কাউন্সেলিং সেশনে প্রবেশ করলাম, তখন কেউ একজন আমাকে বলল,"এটা পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার খুব কম।" কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি একটা সত্য ধরে রেখেছিলাম-যীশু আমাকে এতদূর নিয়েএসেছেন তিনি শেষ ধাপেএসে আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি বিশ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম, এবং প্রভু অলৌকিকভাবে আমাকে একটি আসন দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি আমার নিয়োগ পত্র হাতে পেলাম।

আমি ব্যক্ততার বাইরে অভিভূত হয়ে গেলাম। আনন্দের অশ্রুতে আমার চোখ ভরে উঠল। ঠিক সেখানে, সেই জায়গায়, আমি কেবল বলতে পারলাম "যীশু, ধন্যবাদ!" আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।আর কিছুই বলা সম্ভব ছিল না।

তুমি আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলে, কিন্তু তুমি চাকরিও পেয়েছ! তুমি কি এই চাকরির আশা করেছিলে?

১লা জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে, প্রভু আমাদের একটি প্রতিশ্রুতিদিয়েছিলেন:

"আমি তোমাদের দ্বিগুণ অংশ দিয়ে আশীর্বাদ করব।" সেই সময়, আমাদের কোন ধারণা ছিল না যে তিনি কীভাবে এটি পূরণ করবেন। কিন্তু এখন, ২০২৪ সালে, তিনি আমাকে একটি চাকরি দিয়েছেন।কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের সময়, আমি কেবল প্রার্থনা করেছিলাম, "প্রভু, আমি কীভাবে কথা বলতেহবে জানি না; আপনি আমার জন্য জায়গাটি বেছে নিন।" আমার মনে একটা জায়গা ছিল, কিন্তু যখন আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলেছিলাম। প্রভু, তাঁর ঐশ্বরিক জ্ঞানে, আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচালিত করেছিলেন এবং আমাকে চিকিৎসা ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ করেছিলেন। আজ, আমি তিরুচিরা পল্লিতে কাজ করছি। যারা একসময় আমাকে উপহাস করত, বলত যে আমি কখনও কিছুই অর্জন করতে পারব না, তারা এখন আমার দিকে তাকিয়ে বলে,"ইষ্টের, তুমি সফল হয়েছ! "প্রভু তাঁর গৌরবের জন্য আমার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন!

আপনার বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমাদের বলতে পারেন?

২০১৩ সালে আমার বিয়েহ য়মিঃ ইউজিনের সাথে, যিনি তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।২০১৯ সালে, তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সরকারি চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। তবে, প্রতিটি প্রচেষ্টাই হতাশায় শেষ হতো। সেই অন্ধকার ও হতাশাজনক দিনগুলিতে, আমি সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, তারপর প্রভুর পায়ের কাছে বসে কাঁদতাম এবং প্রার্থনা করতাম।

তাঁর বাক্য অনুসারে – "তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন"- প্রভু এমনভাবে উত্তর দিলেন যা সকলকে বিস্মিত করে দিল! কোনও কঠোর আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই, আমার স্বামীকে রিলায়েন্সরিটেইল লিমিটেড, একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়ে ছিল। আজ, ঈশ্বর তাকে সেই পদে উন্নীত করেছেন। প্রভু আমাদের একটি সুন্দর কন্যা দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন যে বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে।

তোমার সাফল্যের পেছনের কারণগুলো কি তুমি বলতে পারো?

*প্রভুর প্রতি আমার অটল বিশ্বাস।

* ঈশ্বরের সাথে এক শিশুসুলভ বন্ধুত্ব, যেখানে আমি তাঁকে বলতাম যেন তিনি আমাকে শিক্ষা দেন, ধরে রাখেন, এমনকি একজন শিক্ষকের মতো আমার "কাগজপত্র" সংশোধন করেন।

*প্রতিটি পরীক্ষার সময় প্রার্থনা হেল্পলাইন ২৪/৭ ভাইবোনদের কাছ থেকে প্রার্থনা সহায়তা নিতাম।

* অ্যাচিভার্স মিটিংয়ে দেওয়া প্রার্থনা কার্ড দিয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম।

*সর্বোপরি, আমি সবকিছু সম্পূর্ণ রূপে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলাম। যেদিন থেকে আমি পড়াশোনা শুরু করেছি, সেই দিন থেকে আমার চাকরি বেছে নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত, আমি কখনও আমার নিজের ইচ্ছার উপর জোর দিইনি। বরং, আমি আমার ভবিষ্যৎ তাঁর পায়েসঁ পেদিয়ে বলেছিলাম, "প্রভু, তুমিই আমাকে এই পথে পরিচালিত করেছ। তুমিই জানো আমার জন্য কোনটা সবচেয়ে ভালো।নিয়ন্ত্রণ করো।"

বাহ! প্রভু আপনার হৃদয়েরগভীরতম ইচ্ছা পূরণ করেছেন এবং আপনাকে সম্মানিত করেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু না ঘটলে যারা হতাশ বোধ করেন, তাদের জন্য আপনার কি কোন পরামর্শ আছে?

প্রথমত,যীশুকে পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস করুন।অন্যেরা যাই বলুক না কেন, তাঁর বাক্যকে শক্ত করে ধরে রাখুন। প্রতিদিন বাইবেল পড়ুন,আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরকে আপনার সাথে কথা বলার জন্য জায়গা করে দিন।তাঁকে আপনার জীবনে প্রথম স্থান দিন, এবং আপনি তাঁকে এমন একটি পথ তৈরি করতে দেখবেন যেখানে কোনও পথ নেই বলে মনে হয়!

প্রিয় তরুণ পাঠকগণ!সিস্টার মারিয়া ইস্টের বেবিরযী-শুর প্রতি অবিচল শিশুর মতো বিশ্বাস ছিল।তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন এবং ধৈর্য ধরে তাঁর উপর অপেক্ষা করেছিলেন।কিন্তু তার বিশ্বাসের সাথে সাথে তিনি কঠোর পরিশ্রমও করেছিলেন। এবং আজ, প্রভু তাকে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন! তোমরাও যীশুকে পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস করতে পারো। যদি তোমরা তা করো,তাহলে তিনি তোমাদের মিশরে যোষেফের মতো বড় করবেন এবং বাবিলে দানিয়েল, তিনি জাতিদের মধ্যে তোমাকে উচ্চে স্থাপন করবেন!

খ্রীষ্টের সাহসী শিষ্যরা !

এই মাসে, খ্রীষ্টের পক্ষে অবিচল থাকা শিষ্যদের মধ্যে, এইবারের সিরিজের অংশ হিসেবে, আমরা প্রেরিত পিতরের জীবনের উপর আলোকপাত করছি।

পিতর

অবিচলতা হল অস্বীকারের বিপরীত। তবুও, এই প্রেরিতও আমাদের মতোই, একবার মানুষকে ভয়পেয়েছিলেন এবং তিনবার খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও পিতরের সাহস ছিল যীশুকে অনুসরণ করে মহাযাজকের সামনে যাওয়ার, তবুও তার দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। প্রথমত, যখন একজন দাসী তার মুখোমুখি হয়, তখন তিনি বলেন,"তুমি কী বলছ তা আমি জানি না।" (মথি ২৬:৬৯-৭০)।

দ্বিতীয়বার, যখন অন্য একজন মহিলা তাকে চিনতে পেরে দাবি করলেন যে তিনি যীশুর সাথে ছিলেন, তখন তিনি আবার তা অস্বীকার করে বললেন, "আমি ঐ লোকটিকে চিনি না।"(মথি ২৬:৭১-৭২)। এবং তৃতীয়বারেরমতো, তিনি তার অস্বীকারের পুনরাবৃত্তি করলেন।

কিন্তু যখন মোরগ ডেকে উঠল, তখন পিতরের যীশুর বলা কথাগুলো মনে পড়ল।দুঃখে কাতর হয়ে তিনি বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন (মথি২৬:৭৩-৭৫)। গভীর অনুতাপের এই মুহূর্তটি তার জীবনের এক মোড়ঘুরিয়েদিয়েছিল।

একইভাবে, যখনই আমরা নিজেদের এমন পরিস্থিতিতে পাই যেখানে আমাদের কর্মকাণ্ড খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে এমনভাবে জীবনযাপন করিযেন আমরা তাঁকে চিনি না, তখন আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত অনুশোচিত হৃদয়ে অনুতপ্ত হওয়া এবং প্রার্থনায় তাঁকে খোঁজা।

শেষ সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টের সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হলে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (প্রেরিত ১:৮))।পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার পর,পিতর খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহসী এবং অটল হয়ে ওঠেন।

এই প্রেরিত, যিনি একসময় আমাদের মতো দুর্বল এবং ভীত ছিলেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।তিনি শেষ অবধি খ্রীষ্টের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমনকি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়– নিজেকে নত করে উল্টো ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

আমরা যদি আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের পক্ষে দৃঢ়ভাবেদাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে চেষ্টা করতে হবে।আসুন আমরা তাঁর শক্তির জন্য তৃষ্ণার্ত হই এবং তাঁর পূর্ণতার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি। এই শেষকালে, আমরা যেন প্রতিটি পরিস্থিতিতে অবিচল থাকি, খ্রীষ্টকে অস্বীকার না করি, বরং আমাদের জীবনের মাধ্যমে তাঁকে মহিমান্বিত করি, ঠিক যেমন প্রেরিত পিতর করেছিলেন। আমেন!

হৃদস্পন্দন,

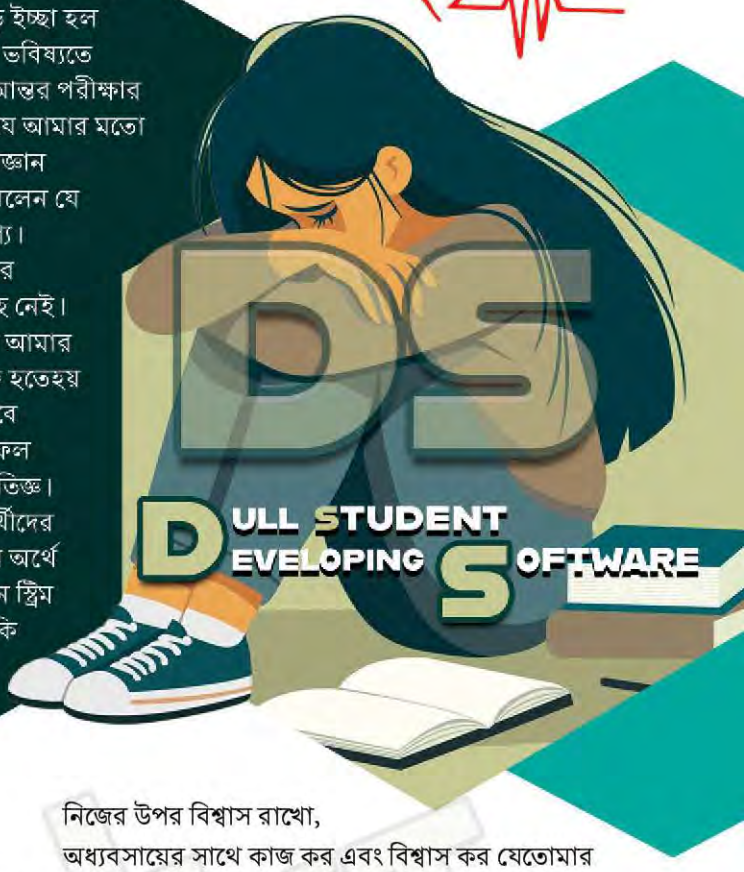

প্রিয়দাদা, আমি সবেমাত্র দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা শেষ করেছি। আমি ব্যতিক্রমী মেধাবী ছাত্রী নই, তবে আমি শিক্ষাক্ষেত্রে মাঝারি মানের ভালো ফলাফল করি।আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হল কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করা, কারণ আমি ভবিষ্যতে একজন সফটওয়্যারডেভেলপার হতে চাই। তবে, আমারআন্তর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে, আমার শিক্ষিকা দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে আমার মতো গড় বা অল্পনাম্বারে পাশ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার বিজ্ঞান বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কেবল উচ্চ স্কোর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ের জন্য যোগ্য। পরিবর্তে, তিনি আমাকে বাণিজ্য বা ইতিহাস বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। এটি আমাকে গভীরভাবে চিন্তায় ফেলেছে– আমি কীভাবে আমার স্বপ্নপূরণ করব, যদি আমাকে এমন একটি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হতেহয় যা আমার আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমি আমার বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারব এবং আমি নিজেকে প্রমাণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এটা কি ধরে নেওয়া ন্যায্য যে গড় নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই? আমাদের কি সত্যিকার অর্থে যা চাই তা অর্জন করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়? কোন স্ট্রিম বেছে নেওয়া কি এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়,নাকি আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন বিকল্প পথ আছে? - **শাইনি, চেন্নাই**

প্রিয়বোনশাইনি, ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে তোমার স্বপ্নগুলো তোমার নাগালের বাইরে নয়। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে, এই পর্যায়ে যখন অনেকেই স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পরেও অনিশ্চিত থাকে, তখন তোমার ভবিষ্যতের জন্য এত স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যদি তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গুলিকরো, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি কম্পিউটার বিজ্ঞানে তোমার পড়াশোনা শেষ করবে এবং একজন সফল সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে সাফল্যপাবে।এতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

তোমার শিক্ষকের কথাগুলো তোমাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নয় বরং বাস্তবতা দেখতে সাহায্য করার জন্য ছিল - এই পথের জন্য মনোযোগ, নিষ্ঠা এবং সঠিক নম্বর প্রয়োজন।সম্ভবত তাদের পরামর্শটি উদ্বেগের জায়গা থেকে এসেছে, যাতে তোমার পড়াশোনা বোঝা হয়ে না ওঠে। ভুল বোঝাবুঝির পরিবর্তে, এটিকে আরও কঠোর পরিশ্রম করার উৎসাহ হিসেবে গ্রহণ করো।

নিজের উপর বিশ্বাস রাখো,
অধ্যবসায়ের সাথে কাজ কর এবং বিশ্বাস কর যেতোমার স্বপ্নগুলি নির্ধারিতসময়েই পূর্ণ হবে।এগিয়েচল!

তুমিযদিএকজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চাও, তাহলে তোমাকে যা অনুসরণ করতে হবে তা হল:

নিজের উপর বিশ্বাস রাখো: আত্মবিশ্বাস রাখোযে তুমি দশম শ্রেণীর পরীক্ষায়প্রয়োজনীয় নম্বর পাবে।তোমারনিজে রদক্ষতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস সাফল্যের প্রথম ধাপ।

প্রথম দিন থেকেই মনোযোগী হও: একাদশ শ্রেণীতে পা রাখার সাথে সাথে তোমার পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। শেখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভ্রান্তি দূর কর: অপ্রয়োজনীয় বিনোদন এবং নিরর্থক সময় নষ্ট করা এড়িয়ে চল।বিজ্ঞতার সাথে সময়ব্যয় করএবং প্রতিটি মুহূর্ত নিজের লক্ষ্যের আরও কাছে পৌঁছাতে ব্যবহার করো।

নিজেকে রূপান্তর কর:এমনকি যদি তুমি বিবেচনা করআজ তুমি একজন গড় পড়তা ছাত্র/ছাত্রী, সঠিক পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে তুমি একজন অসাধারণ ছাত্র/ছাত্রী হতে পারো।

শুধুইচ্ছা যথেষ্ট নয়: অনেকেই সাফল্যের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু খুব কম লোকই কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক।তোমার দৃঢ়সংকল্প এবং প্রচেষ্টা তোমাকে স্বতন্ত্র করবে।

একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি কর:
একাদশ শ্রেণী তোমার ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করবে। তুমি যদি এখনই মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো, তাহলে দ্বাদশ শ্রেণী অনেক বেশি পরিচালনীয় হবে।

একটি অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোলো:
পরীক্ষা আসুক বা না আসুক, প্রতিদিন ৫-৬ ঘন্টা পড়াশোনা করার একটি রুটিন কর। এই অনুশীলনকেঅভ্যাসে পরিণত করলে অধ্যয়নেঅগ্রগতিরপথ প্রশস্ত হবে।

মাস্টার প্রোগ্রামিং ভাষা: প্রতিএকজন সফটওয়্যারডেভেলপার হিসেবে সাফল্য অর্জনেরজন্য,তোমাকে একাধিক প্রোগ্রামিং ভাষায় দক্ষ হতে হবে। এখন থেকে জাভা, সি++,সি,পাইথন এবং আরও অনেক কিছুর অন্বেষণ শুরু কর। এই যাত্রায় তোমার মনকে আগে থেকেই স্থির কর।

যদি তুমি সত্যিই দ্বাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ভালো নম্বর পেতে চাও, তাহলে তোমাকে মনোযোগীপড়াশোনায় নিজেকে নিবেদিত করতে হবে।তবেই তুমি কম্পিউটার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবে। তবে, যদি তুমি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হও,যেমনটা তোমার শিক্ষক সতর্ক করেছেন, তাহলে ব্যর্থতা একটি অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে উঠতে পারে।

শাইনি, আমিও তোমার মতোই একসময় একজন সাধারণ ছাত্র ছিলাম। কিন্তু যখন আমি যীশুর উপর আস্থা রেখেছিলাম, তখন তিনি আমার সামান্য জ্ঞানকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েও এবং মাত্র গড় নম্বর পেয়েও, তিনি আমাকে উচ্চে স্থাপন করেছিলেন। সাফল্য দিয়েছিলেন এবং আমার জীবনকে তাঁর অনুগ্রহের সাক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন।

দায়ূদছোট রাখাল ছেলে দায়ুদকে সবাই অবহেলা করত এবং ঘৃণা করত।তারা বিশ্বাস করত যে সে কেবল মেষপালক হিসেবেই উপযুক্ত।এমনকি তার বাবা

যীশয় তার ভাইদের সেনাবাহিনীতেপাঠিয়েছিলেন, যখন দায়ূদ মাঠে ছিলেন। কিন্তু যখন পুরো সেনাবাহি নীদাঁড়িয়ে রইল

শক্তিশালী যোদ্ধা গোলিয়াথের সামনে ভয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন,দায়ূদ, যিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতাহীন ছিলেন, তিনিইএগিয়ে এসেছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন। যাকে তুচ্ছ মনে করা হয়েছিল, ঈশ্বর তাকেই তার ভাইদের সামনে উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন।

শাইনি, ঠিক যেমন দায়ূদ প্রভুর উপর আস্থা রেখেছিলেন, আমি তোমাকেও তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রেও একই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করছি। ঈশ্বরের হাতই একজন ব্যক্তিকে শক্তি ও সম্মান দান করে (১ বংশাবলি ২৯:১২)। প্রভু প্রতিশ্রুতিদিয়েছেন যে আমরা বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনায় যা কিছু চাইব, তা আমরা পাব (মথি ২১:২২)। তাই, অটল বিশ্বাসের সাথে অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করো, এবং প্রভু অবশ্যই তোমার প্রচেষ্টার সাফল্য দেবেন!

ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করেন পুনরুজ্জীবনের জন্য যা তিনি চান...!

"আমি পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে এসেছি;যদি তা আগেই জ্বলে উঠত তবে কত না ভাল হত!"
(লূক ১২:৪৯)

এই পদটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে প্রভু এক ঐশ্বরিক জাগরণের কথা বলছেন। পৃথিবীতে তিনি যে আগুন জ্বালাতে চান তা পুনরুজ্জীবনের আগুন ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন একটি আগুন যা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জ্বলতে হবে।এটি ছিল খ্রীষ্টের হৃদয়ের মধ্যে জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা, এমন একটি আকাঙ্ক্ষা যা অবশ্যই এমনকি তাঁর প্রার্থনাকেও রূপ দিয়েছেন।

যীশু খুব ভোরে উঠে প্রার্থনা করতেন (মার্ক ১:৩৫)! সন্ধ্যাবেলায় তিনি প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে চলে যেতেন (মথি ১৪:২৩)।মাঝে মাঝে, তিনি পুরো রাত পাহাড়ের উপরে প্রার্থনা করে কাটাতেন (লূক ৬:১২)। প্রাচীনকালের সাধুগণ বলেন যে যীশু প্রতিদিন কমপক্ষে চার ঘন্টা একাকী প্রার্থনায় কাটাতেন।

কেবল এটিই নয়- কিন্তু শাস্ত্র আমাদেরএটাওবলে যে যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে একসাথে প্রার্থনা করতেন। এত আন্তরিক, অবিচল প্রার্থনার কারণ কী ছিল?

এটি ছিল তাঁর হৃদয়ের অদম্য তৃষ্ণা: যাতে সেই প্রার্থনার আগুন জ্বলতেথাকেএবং সমগ্র বিশ্বেতা ছড়িয়েপড়ে।পঞ্চাশত্তমীর দিনে, এই ঐশ্বরিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। উপরের ঘরে সমবেত ১২০ জন বিশ্বাসীর উপর আগুনের শিখা জিহ্বা হিসেবে নেমে এসেছিল। তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন।প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, আমরা খ্রীষ্টের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, যার জন্য তিনি আকুল ছিলেন, অবশেষে তা জ্বলতে শুরু করে।আমাদের ভিতরেঅবশ্যই এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং জ্বলন্ত তৃষ্ণা বহন করতে হবে যে পুনরুজ্জীবনের আগুন একসময় সেই উপরের ঘরে জ্বলছিল এবং আজ আমাদের ভূমিতে ঢেলে দেওয়া হবে।

এখনও, আমরা আন্তরিক প্রার্থনায় আছি, প্রভুর আগমনের পূর্বে চূড়ান্ত মহান জাগরণের জন্য অপেক্ষা করছি। এটি হবে শেষ সময়ের শক্তিশালী পুনরুজ্জীবন।

প্রেরিত কার্যবিবরণী২অধ্যায়ে, আমরা প্রথম শতাব্দীতে প্রাথমিক গির্জার উপর যে আত্মারবর্ষণ নেমে এসেছিল তার কথা পড়ি। তারপর থেকে, ইতিহাসসাক্ষী ঈশ্বরের এই ধরণের অনেক আন্দোলনের –ওয়েলস, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কোরিয়া,ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য অনেক দেশে। কিন্তু আজ আমরা যার অপেক্ষা করছি তা হল একটি অভূতপূর্ব, বিশ্বব্যাপী, শেষ সময়ের পুনরুজ্জীবন।এবং এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর আমাদের প্রস্তুত করছেন।

এইপুনর্জাগরণেরপ্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে? আমাদের নিজেদের মধ্যে গভীর ক্ষুধা এবং অদম্য তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে হবে!

পুনর্জাগরণহল প্রতিটি সমস্যারসমাধান।মণ্ডলীগুলি সমৃদ্ধ হবে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি পাবে।মণ্ডলীগুলি রূপান্তরিত হবে, ঈশ্বরের রাজ্যে অনেক সন্তানকে বৃদ্ধিপাবে। যখন এই পবিত্র তৃষ্ণা এবং উদ্যমআকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করবে, কেবল তখনই আমরা ঈশ্বরের সেই শক্তিশালী পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হব যার জন্য আমরা এত আকাঙ্ক্ষিত।

যদিও স্কটল্যান্ড এক সময় খ্রিস্টান জাতিতেপূর্ণছিল, তবুও এটি তার আধ্যাত্মিক শিকড় থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।যে-দিকেই তাকানো যায়, মদের দোকান এবং নৃত্য ক্লাবগুলি দেশটিকে দখল করে নিয়েছিল। মানুষ,নেশাগ্রস্ত এবং পার্থিব আনন্দের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, এই জায়গাগুলিতে তাদের সময় নষ্ট করত, প্রায় খ্রীষ্টকে ভুলে গিয়েছিল।ফলস্বরূপ,সেই জাতি প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং গির্জাগুলি জনশূন্য ও খালি হয়ে গিয়েছিল।এই আধ্যাত্মিক পতন প্রত্যক্ষ করে, জন নক্স বছরের পর বছর ধরে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, জোরে ক্রন্দনে রসাথে বলেছিলেন,"একটি পুনর্জাগরণ অবশ্যই হবে!"তার অবিরাম প্রার্থনার প্রতিক্রিয়ায়, ঈশ্বর স্কটল্যান্ডের ভূমিতে একটি শক্তিশালী পুনর্জাগরণ প্রেরণ করেছিলেন।যখন পুনর্জাগরণ শুরু হয়, তখন মদের দোকান এবং নৃত্যকলা তাদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং গির্জাগুলিতে আবার ভিড়হতে শুরু করে।দেশজুড়ে এক গভীর আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে। ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যে এই পুনর্জাগরণএকশ বছরেরও বেশিসময় ধরে স্কটল্যান্ডের উপর এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল।

একইভাবে, ওয়েল্স-একমনোমুগ্ধকরপাহাড়েঘেরাএবং শান্ত হ্রদের দেশ, যদিও এর ভূদৃশ্য সুন্দর, পাপের জোয়ারেআবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।ইভানরবার্টস, একজন যুবক, তার জাতির জন্য গভীর বোঝায় দগ্ধ হয়ে হৃদয় থেকে চিৎকার করে বলতে থাকেন,"আমার দেশকে রূপান্তরিত করতে হবে!" পুনর্জাগর-ণের অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে, তিনি দীর্ঘ এগারো বছর ধরে আন্তরি-কভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

অবশেষে, ১৯০৪সালে,পুনর্জাগরণের আগুন জ্বলে ওঠে।ফ-লস্বরূপ,মদের দোকানগুলি তাদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং লোকেরা রাস্তায় তাদের মদের বোতল ভেঙে ফেলে।অনুতা-পের এক প্রবল ঢেউ বয়েযায়সারা দেশে।

ইভানরবার্টস যেখানেই যেতেন, মানুষ তাদের পাপের জন্য কাঁদত এবং প্রভুর দিকে ফিরে পরিত্রাণ খুঁজে পেত। গির্জাগুলি পূর্ণ হতে শুরু করে, এবং একটি উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক জাগরণ ভূমিকে আঁকড়ে ধরে, যা সমাজে এক অসাধারণ জাগরণআনে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে,ওয়েলসের জাতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়েছিল।

সেই পুনর্জাগরণ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়েপড়ে এবং ১৯০৬ সালে আমেরিকায় শুরু হওয়া পেন্টেকস্টাল পুনর্জাগ-রণেরবীজ বপন করে।ঈশ্বরের এই শক্তিশালী পদক্ষেপের সাক্ষী হয়ে,উইলিয়ামসেমুর নামে একজন ঈশ্বরের সন্তান আমেরিকার আজুসাস্ট্রিটে বাক্য ঘোষণা করেন এবং পবিত্র আত্মার বর্ষণ এক শক্তিশালী জাগরণের সূত্রপাত করে। সেখানে যা শুরু হয়েছিল তা পেন্টেকস্টাল পুনর্জাগরণ নামে পরিচিত হয়। সেখান থেকে, পেন্টেকস্টাল গির্জাগুলি জন্মগ্রহণ করে যা এখন বিশ্বজুড়েছড়িয়েপড়েছে।

পুনর্জাগরণ হল পরিবর্তনকরারএকটি জাতি, একটি শহর বা একটি জনগণের পুনর্জাগরণ। এই ধরনের রূপান্তর কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারাই সম্ভব। পুনর্জাগরণ হল যখন পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়াহয়তখন অসংখ্য মানুষ উদ্ধার পায়।আম-রা যদি সত্যিই আমাদের দেশে এই ধরনের পুনর্জাগরণ দেখতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের জাতির আত্মার জন্য একটি তীব্র বোঝা বহন করতে হবে।প্রার্থনায় আমাদের হাঁটু গেড়ে ক্লান্ত হতে হবে এবং আমাদের মূল্য দিতে ইচ্ছুক হতে হবে।তবেই আমরা পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করব।

প্রিয় তরুণরা, এই পুনর্জাগরণ কেবল উচ্চস্বরে গান, তীব্র হাততালি, অথবা আবেগ ঘন চিৎকার নয় তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। তোমার হৃদয় কি পুনর্জাগরণেরজন্য একটি প্রকৃত বোঝা বহন করছে? তোমার কি এটি ঘটতে দেখার জন্য একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা, একটি নিবেদিতপ্রাণ প্রতিশ্রুতি আছে? গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করো? আজ, তুমি কি নিজেকে সমর্পণ করবে এবং ঘোষণা করবে,"আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করার জন্য এবং পুনর্জাগরণেরমূল্য পরিশোধ করার জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতি বদ্ধকরছি?" যদি তুমি তা করো, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে প্রভু তোমাকে উঁচু করবেন - ঠিক যেমন তিনি জন নক্স,ইভানরবার্টস এবং উইলিয়াম সেই মোরকে তোমার জাতির মধ্যে একটি শক্তিশালী পুনর্জাগরণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন!

অক্লান্তভাবেদৌড়ান

শেষ সময় যখন আসতে চলেছে এবং শত্রু তার প্রচেষ্টা তীব্র করছে, জেনেও যে তার সময় কম, আমাদের অলস থাকা উচিত নয়। পরিবর্তে, আমাদের অক্লান্তভাবে দৌড়াতে হবে, ঈশ্বরেররাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করতে হবে এবং যীশুর আগমনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করতে হবে।সুসমাচার মানবতাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বাঁচতে সক্ষম করে, হতাশায় হারিয়ে যাওয়াদের আশা প্রদান করে। কিন্তু কে এই আশার বার্তা বহন করবে? আজও, ঈশ্বরের হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"আমি কাকে পাঠাব? আর কে আমাদের জন্য যাবে?"(যিশাইয় ৬:৮)।

যখন সিরিয়ার সেনাবাহিনী সামারিয়া অবরোধ করে, তখন দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দেশটিকে ধ্বংস করে দেয়।দুর্ভিক্ষ ইস্রায়েলী-য়দেরকে তাদের নিজস্ব সন্তানদের হত্যা এবং খাওয়ার ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়েযায়।অসহায়ত্ব ও হতাশা জনগণকে গ্রাস করে, এমনকি ইস্রায়েলের রাজাও তার জাতির দুর্দশার সামনে শক্তিহীন হয়েপড়েন।এইরকম হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে,চার-জন কুষ্ঠরোগী শহরের দরজায় বসে ছিলেন,তাদের ভাগ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে: "আমরা কেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এখানে বসে

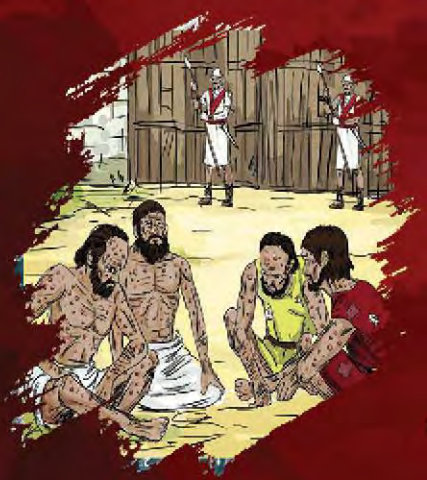

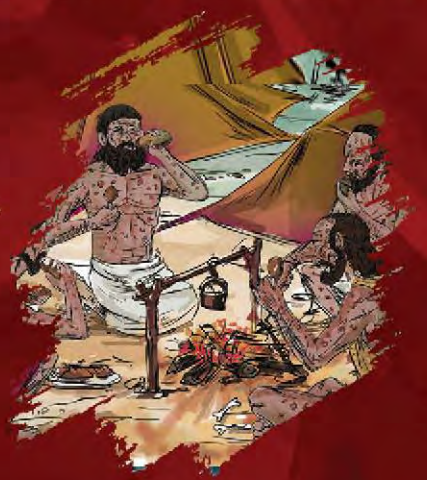

থাকব?" (২ রাজাবলি ৭:৩)। সাহসের সাথে, তারা সিরিয়ার শিবিরের দিকে যাত্রা করেছিল - কিন্তু তারা দেখতে পেয়েছিল যে প্রভু অলৌকিকভাবে শক্তিশালী সিরিয়ারসে-নাবাহিনীকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, এবং সরঞ্জামে ভরা একটি পরিত্যক্ত শিবির রেখে গেছিল।

তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করার পর, এই চারজন কুষ্ঠরোগী তাদের দায়িত্ব বুঝতে পেরেছিল। তারা একে অপরকে বলেছিল,"আমরা যা করছি তা ঠিক নয়। এটি সুসংবাদের দিন, এবং আমরা এটি নিজেদের মধ্যেই রাখছি।যদি আমরা দিনের আলো পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তাহলে শাস্তি আমাদের উপর আসবে" (২ রাজাবলি ৭:৯)। দেরি না করে, তারা শহরে ফিরে গেল, রাজা এবং প্রজাদের কাছে মুক্তির সংবাদ নিয়ে এল,সামেরিয়াকে আসন্ন ধ্বংস থেকে উদ্ধার করল।যদিও শারীরিকভাবে দুর্বল এবং সমাজ কর্তৃক বহিষ্কৃত, তারা আশার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাধা অতিক্রম করে সুসংবাদ ভাগ করে নিতে দ্বিধা করেনি।

সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ -যীশু খ্রীষ্ট - থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হই, অজুহাত দেখাই:"আমি কথা বলতে জানি না," "আমার জ্ঞানের অভাব আছে, অথবা "কেউ আমার কথা শুনবে না।" আমরা কি এই অনিচ্ছা অব্যাহত রাখব, নাকি মানুষকে যীশুর কাছে নিয়ে আসার জন্য তৎপরতার সাথে উঠে দাঁড়াব? আজই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে!

এই মে মাসে, খেলার মাঠ বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে,এবংগ্রীষ্ম-কালীনছুটিতেপাহাড়ীস্টেশনগুলি-তে অবসর ভ্রমণের পরিবর্তে, আসুন আমরা যেখানেই থাকি না কেন লোকেদের খুঁজে বের করি এবং খ্রিস্টের প্রেমকে জানাতে পরিশ্রম করি।ধর্মপ্রচারকে একটি বাধ্যবাধকতা হিসাবে বিবেচনা করবেন না - এটিকে ভালোবাসার সাথে সম্পন্ন করুন, এবং প্রভু আপনার প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করবেন।

প্রেরিত থোমা এবং ঈশ্বরের প্রেরিত মিশনারিরা আমাদের এবং আমাদের জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, খ্রীষ্টের জন্য এক বিরাট ফসল কেটেছিলেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে,মিশনারিরেভারেন্ডসি.টি.ই.রেনিয়াস তিরুনেলভেলি জেলার জনসাধারণকে পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অটল নিষ্ঠার সাথে, তিনি ১৫ বছর ধরে ৩৭০টিরও বেশি গির্জা এবং ১০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে খ্রিষ্টেরসুসমাচারউৎসাহের সাথে প্রচার করেছিলেন।

প্রচারের বাইরেও, তিনি লন্ডন থেকে আমদানি করা ছাপানো ট্র্যাকস বিতরণ করেছিলেন, হাজার হাজার মানুষের কাছে খ্রিস্টীয় শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য বিতরণ করেছিলেন। তাঁর পরিচর্যার প্রভাব ১৮২৫ সালেএতটাইগভীর ছিল, যে৩,০০০ এরও বেশি মানুষ খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছিলেন। দিনরাত ধর্মপ্রচারের প্রতি তাঁর নিরলস নিষ্ঠা তাকে স্থায়ী তিরুনেল ভেলির প্রেরিত উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

প্রিয় তরুণ বিশ্বাসীরা,সময়ক্ষণস্থায়ী-এটিকে কাজে লাগাতে শিখুন! প্রতিদিন কমপক্ষে একজন ব্যক্তির সাথে খ্রীষ্টকে ভাগ করে নেওয়াকে আপনার লক্ষ্য করুন। একা হোক বা দলের সাথে,আকাঙ্ক্ষীতহৃদয়কেখুঁজে বের করুন, আশার কথা বলুন এবং তাদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যান। বিশ্রাম ছাড়াই দৌড়ান- যতক্ষণ না প্রতিটি আত্মা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য জয়ী হয়!

আবাস তাম্বু

সাক্ষ্য-সিন্দুক

প্রতি মাসে, আমরা আবাসতাম্বুর বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করি। এই মাসে, আসুন আমরা সাক্ষ্য- সিন্দুকটি গভীর ভাবেঅ ধ্যয়ন করি, যা মহাপবিত্র স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল।

ঈশ্বর মোশিকে কেবল প্রথম সাক্ষ্য- সিন্দুকের নকশা দিয়েছিলেন(যাত্রাপুস্তক ২৫)। বাবলা কাঠের তৈরি এবং সোনা দিয়ে মোড়ানো, এই পবিত্র সিন্দুকটি ছিল প্রথম জিনিস যা তাঁবুতে স্থাপন করা হয়েছিল, যা অতি পবিত্র স্থানে অবস্থিত ছিল। এখানেই ঈশ্বর মোশির সাথে দেখা করেছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ২৫:২২)।

তাম্বুর ভিতরে কী ছিল?(ইব্রীয় ৯:৪)

মান্নার এক সোনালী পাত্র (যাত্রাপুস্তক ১৬)

তাদের প্রান্তর যাত্রারসময়, ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মান্না দিয়েছিলেন, যা ছিল একটি ছোট, সাদা, ধনের মত পদার্থ যার স্বাদ মধু দিয়ে তৈরি একপ্রকার চাকতির মতো ছিল।প্রতিদিন সকালে তারা এই ঐশ্বরিক দেওয়াদান সংগ্রহ করত, যা রাতের জন্য রাখলে নষ্ট হয়ে যেত। তবে, সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত মান্না অক্ষয়ছিল, যা ঈশ্বরের বিধানের শাশ্বত এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতির প্রতীক।

ঠিক যেমন ইস্রায়েলীয়রা কনানে পৌঁছানোর আগে স্বর্গ থেকে মান্না পেত, তেমনি আমাদেরও প্রতিদিন পবিত্রতা, অনুগ্রহ, অভিষেক এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের স্বর্গীয় আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

হারোণের বিকাশমান লাঠি (গণনাপুস্তক১৬,১৭)

কিছু ইস্রায়েলীয় মোশি এবং হারোণের কর্তৃত্বকে আপত্তি জানিয়ে দাবি করেছিল যে তারাও পবিত্র এবং প্রশ্ন তুলেছিল যে মোশি এবং হারোণ কেন নিজেদেরকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে।বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, ঈশ্বর প্রতিটি

গোত্রের নেতাকে তাদের লাঠি সিন্দুকের সামনে রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন, যেখানে লেবিগোষ্ঠীর লাঠিতে হারোণের নাম লেখা থাকবে। অলৌকিক ভাবে কুঁড়ি ফুটে থাকা লাঠিটি নিশ্চিত করবে যে ঈশ্বর কাকে বেছে নিয়েছেন।পরের দিন,হারুনের লাঠিতে অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, ফুল ফুটেছিল এবং এমনকি বাদামও জন্মেছিল (গণনা ১৭:৮)।

যদিও হারোণের লাঠিটি প্রাণহীন ছিল, তবুও এটিকেরোপণ বা জল না দিয়েই বেড়ে উঠেছিল, যা ঈশ্বরের প্রতাপ ক্ষমতার প্রতীক।একইভাবে, যখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকি, তখন আমাদের জীবন তাঁর আশীর্বাদের ফল বহন করবে (১ পিতর ২:৯)।

নিয়মফলক

দশ আজ্ঞা সম্বলিত দুটি পাথরের ফলক ঈশ্বর মোশিকে দিয়েছিলেন।যাইহোক, যখন মোশিইস্রায়েলীয়দের একটি সোনার বাছুরের পূজা করতে দেখলেন, তখন তিনি রাগে ফলকগুলি ভেঙে ফেললেন (যাত্রাপুস্তক৩২:১৯)। তবুও, ঈশ্বর তাঁর করুণায় মোশিকে নতুন ফলক খোদাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার উপর তিনি একই আদেশগুলি পুনরায় লিখেছিলেন এবং সেগুলি সিন্দুকের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছিল(দ্বিতীয় বিবরণ ১০:২)।
একইভাবে, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ের ফলকে লিখে রাখতে হবে (হিতোপদেশ ৭:৩)। কেবল শাস্ত্র জানার চেয়েওবেশি, আমাদের এর শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে (২ যোহন ১:৬)।

সাক্ষ্যসিন্দুক এবং যীশু খ্রীষ্ট

ঠিক যেমন সিন্দুকটি সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল, তেমনি যীশু ঐশ্বরিক মহিমা বিকিরণ করেছিলেন।

- যেমন মান্না স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, তেমনি যীশু হলেন জীবনের রুটি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন (যোহন ৬:৫১)।
- হারোণের মতো,যীশুও ঈশ্বরের দ্বারা ঐশ্বরিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন (ইব্রীয় ৫:৪-৬)।
- ঠিক যেমন ফলক গুলিতে ঈশ্বরের বাক্য ছিল, তেমনি যীশু নিজেই পিতার কাছ থেকে আসা বাক্য (যোহন ১:১, ১৪)।

সাক্ষ্য সিন্দুকের শক্তি

- যখন সিন্দুক বহনকারী পুরোহিতরা উচ্ছ্বসিত জর্দন নদীতে পা রাখলেন, তখন জল দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি স্তূপে পরিণত হল (যিহোশূয় ৩:১৫-১৬)।
- সিন্দুকের সামনে,দাগনের মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় (১ম শমূয়েল ৫)।
- যখন সিন্দুকটি যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল (যিহোশূয় ৬)।
- যারা সিন্দুকটিকে ভুলভাবে পরিচালনা করেছিল, যেমন উষের(১ শমূয়েল ৬:১৯) এবং বৈৎ-শেমশের লোকেরা যারা ভিতরে চেয়ে দেখেছিল, তারা ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল।
- সিন্দুকটি প্রথমে তাম্বুতে, পরে মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং অবশেষে, এটি ঈশ্বরের স্বর্গীয় মন্দিরে প্রকাশিত হয়েছিল(প্রকাশিত বাক্য ১১:১৯)।

আগামী মাসে, আমরা তাম্বু সম্পর্কে আরও আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত করব।

চাঞ্চল্যকর খবর !

হ্যালো বন্ধুরা ! কেমন আছো সবাই ? তাজা খবর সিরিজে আবারও তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত !

এই বিশেষ উপলক্ষে, আমি সকল পরিশ্রমী হাতগুলিকে, যারা ঘরবাড়ি তৈরি করে, জাতি গঠন করে এবং আজকের পরিশ্রমেরদ্বা রাএকটি উন্নত আগামীকাল তৈরির জন্য পরিশ্রম করে, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রম দিবসের শুভেচ্ছা জানাই ! ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন যারা এইযুব কবয়সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, এবংজানে যে কেবল কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। এখন, আসুন আমরা শাস্ত্রে লিখিত একটি শক্তিশালী ঘটনার দিকে মনোযোগ দিই।খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর প্রথম অলৌকিক ঘটনা ছিল মন্দিরের দরজায় খোঁড়া লোকটির আরোগ্য।পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যখন ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন, তখন তারা বিশ্ব পরিবর্তনকারী প্রেরিতদের মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।

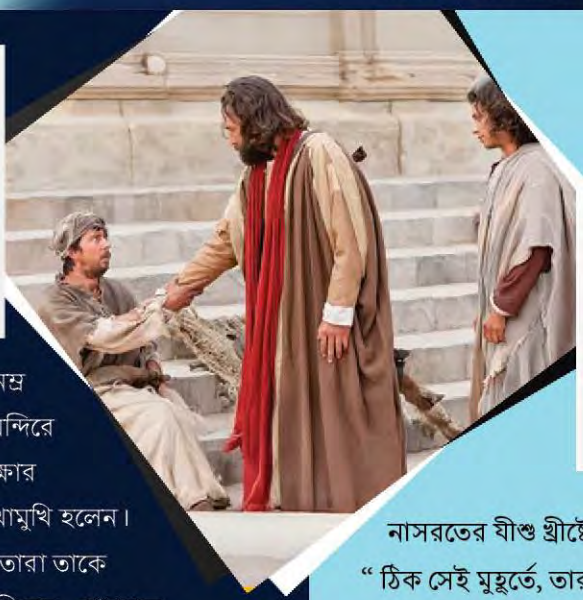

পিতর এবং যোহন,একসময়ের নম্র জেলেছিল, প্রার্থনার জন্য যখনমন্দিরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তারা ভিক্ষার আশায় এক খোঁড়াভিক্ষুকের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু রূপোবা সোনার পরিবর্তে, তারা তাকে আরও মহান কিছু উপহার দিয়েছিলেন– নাসরতে-রযীশু খ্রীষ্টের নামে আরোগ্যতা ! তারা সাহসের সাথে ঘোষণা করলেন,"রূপো এবং সোনা আমার কাছে নেই, তবে আমার যা আছে তাই আমি তোমাকে দিচ্ছি:

নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁট। " ঠিক সেই মুহূর্তে, তার দুর্বল পায়ে শক্তি জেগে উঠল, এবং সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল,হাঁটল,ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করল।ঈশ্বরের শক্তির কার্যকারিতার কী অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য !

এটা কি কেবল সেই দিনগুলিতেইসম্ভব ছিল? এখনওকী সম্ভব? এই প্রশ্নটা যখনআমিভাবছিলাম, ঠিক তখনই ইংল্যান্ড থেকে একটা রোমাঞ্চকর খবর আমার কাছে এলো।ঠিক আছে, দেখা যাক সেখানে কী ঘটেছিল।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত স্মিথ উইগলসও-য়ার্থকে একবার এক ব্যক্তির বাড়িতে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।সেই লোকটির পা ছিল না। খাবার শেষ করার পর তারা কিছুক্ষণ কথাবার্তায় মগ্ন ছিল। কথা বলার সময়, এই লোকটির অবস্থা সম্পর্কে স্মিথের হৃদয়ে গভীর বোঝা জেগে উঠল।তারপর, অটল বিশ্বাস নিয়ে, সে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল,"কাল সকালে গিয়ে, নিজের জন্য এক জোড়া নতুন জুতোকিনে এনো।" এই কথা বলে সে চলে গেল।লোকটি অবশ্য হতবাক হয়ে গেল।"জুতো? আমার জন্য? কিন্তু আমার তো পা নেই!" সে মনে মনে ভাবল, একটা বিষণ্ণ হাসি। কিন্তু সেই রাতে, যখন সে বিছানায় শুয়েছিল, তখন ঘুম তার থেকে দূরে সরে গেল। সে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "আমার দাস যা বলেছে তাই করো।"

খুবভোরবেলা, সে উঠে পড়ল, বাধ্য থাকার জন্য সেদৃঢ় প্রতিজ্ঞহল। সে শহরে চলে গেল এবং জুতার দোকান খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।দোকানদার এসে লোকটিকে স্বাগত জানাল এবং জিজ্ঞাসা করল,"স্যার, আপনি কেমন জুতো দেখতে পছন্দ করবেন? দয়া করে বলুন আপনার কোন রঙ আর মাপের প্রয়োজন?" এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।দোকানদার তার অবস্থা দেখে হঠাৎ থেমে গেল এবং ক্ষমা প্রার্থী স্বরে বলল,"ওহ, আমি খুবই দুঃখিত, স্যার! কিন্তু.. আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? পা ছাড়া আপনিজুতো কিভাবে পড়বেন?" লোকটি,অবি-চলিতভাবে উত্তর দিল, "কোন চিন্তা নেই। আমি একজোড়া কালো জুতো চাই,মাপ আট।"

দোকানদার অবাক হলেও জুতোগুলো এনে দিল এবং তাদের হাতে তুলে দিল। তারপরই অলৌকিক ঘটনা ঘটল।লোকটি তার পা বিহীন অঙ্গে একটি জুতা পরার সাথে সাথেই একটি পা তৈরি হতে শুরু করল!হতবাক হয়ে সে দ্রুত অন্য জুতাটি পরল, এবং তার দ্বিতীয় পাটিও বড় হয়েগেল! দোকানদার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে রইল, বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। কিন্তু লোকটি? সে কেবল নতুন জুতোনিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েযাইনি, একেবারে নতুন পা নিয়েবেরিয়ে গেল! যখন খবরটি স্মিথ উইগলসওয়ার্থের কাছে পৌঁছাল, তখন সে একটুও অবাক হল না।সর্বোপরি, এটিই তার প্রত্যাশা ছিল। বিশ্বাস কথা বলেছিল, এবং ঈশ্বরপরিচালিত করেছিলেন।

বন্ধুরা, তোমরা কি এটা দেখেছো? পুনর্জাগরণের দিনগুলিতে ঈশ্বর প্রেরিত এবং পুনরুজ্জীবন যোদ্ধাদের অলৌকিক কাজ প্রকাশ করার জন্য শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন, যা প্রমাণ করেছিল যে যীশু জীবিত! আজও,পুনর্জাগরণের এই সময়ে, প্রভু তাঁর মহিমার জন্য আমাদের ব্যবহার করতে আগ্রহী। তিনি আমাদের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর, অসাধারণ অলৌকিক কাজ সম্পাদন করতে আগ্রহী। কিন্তু ভিত্তি একই রয়ে গেছে - বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।তাহলে, বন্ধুরা, তোমরা কি প্রস্তুত? (আরও তথ্যআসবে...)

প্রার্থনা প্রদর্শন। May 2025

বিদ্যুতের ঘাটতি

ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ২০২৭ সালের মধ্যে বার্ষিক ৬.৩% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই বিদ্যুতের চাহিদা ৫.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।কেন্দ্রীয়বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ পূর্বা ভাস দিয়েছে যে ২০২৫ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা ২৭০ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে- ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ২৪৯ গিগাওয়াট থেকে ২০২৪ সালে নভেম্বরে ৪৫৭ গিগাওয়াট হয়েছে।গত গ্রীষ্মে, সর্বোচ্চ চাহিদা ২০,৮৩০ মেগাওয়াট ছুঁয়েছিল এবং এই বছর তা ২২,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

প্রার্থনা তালিকা

১. আসুন আমরা গ্রীষ্মকালে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি।
২. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে গ্রীষ্মের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোধে সরকার সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
৩. তামিলনাড়ুতে দৈনিক ১৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন, যা গ্রীষ্মকালে বেড়ে ১৭,০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছায়।আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে এই চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হোক।
৪. আসুন আমরা বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রার্থনা করি।

তাপপ্রবাহ

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছিল
যে ২০২৫ সাল ভারতজুড়ে প্রচণ্ড তাপদাহ আনবে।
গত বছর, ২০২৪ সালে, রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা দেখা গেছে যা ১২৪ বছরেরও বেশিসময় ধরে দেখা যায়নি। গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। বিশ্বব্যাপী২০২৪ সালে ২১৯টি চরম আবহাওয়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে ৩,৭০০ জন মারা গিয়েছিলেন এবং ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন।এই বছর আরও তীব্র তাপমাত্রার পূর্বাভাস থাকায়, তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।আসন্ন গ্রীষ্ম পরিচালনার জন্য সরকারকে অবশ্যই সক্রিয় কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রার্থনা তালিকা

১. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সরকার যেন গ্রীষ্মকালীন অসুস্থতা থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
২. আসুন আমরা চরম আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং তাপজনিত মৃত্যু রোধে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করি।
৩. আসুন আমরা শিশু এবং বয়স্কদের জন্য ঈশ্বরের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি, যারা সবচেয়েঝুঁকিপূর্ণ।
৪. আসুন আমরা প্রচণ্ড রোদের নিচে কাজ করা বাইরের শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করি।

জলের ঘাটতি

ভারত অনেক জলাশয়ের আবাসস্থল– হ্রদ, নদী, সমুদ্র এবং ঝর্ণা- তবুও জনসংখ্যার ৫০ এরও বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।প্রতি বছর,জলবাহিত রোগের কারণে প্রায় ২০০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। যদি বর্তমান ব্যবহারের ধরণ অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত তার জলের চাহিদার মাত্র অর্ধেক পূরণ করতে পারবে। ২০২৫ সালে, ১.৮ বিলিয়ন মানুষ চরম জল সংকটের মুখোমুখি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।ক্রম বর্ধমান চাহিদা এবং অপর্যাপ্ত পরিকল্পনার কারণে, দেশটি এই বছর তীব্র জল সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। বিশ্বব্যাপী, ১৯টি দেশ তাদের জলের চাহিদার ৫০% এরও বেশি প্রতিবেশী দেশগুলির উপর নির্ভর করে।প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পর্যাপ্ত জলের অভাব রয়েছে এবং প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের বিশুদ্ধপানীয় জলের অভাব রয়েছে।

প্রার্থনা তালিকা

১. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে গ্রীষ্মকালে যেন জলের অভাব না হয় এবং জলাশয়গুলি যেন পূর্ণ থাকে।

২. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে মৃত্যু রোধে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করুক।

৩. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে জলের জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল দেশগুলি যেন সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং জলের উৎসপায়।

৪. আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি জাতিগুলিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং জলেরঅভাব থেকে মুক্তি দেন।

পর্ষদীয়পরীক্ষার ফলাফল

মার্চ এবং এপ্রিল মাসে দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পর্ষদীয় পরীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় মোট ৮২১,০৫৭ জন, একাদশ শ্রেণীর ৮২৩,২৬১ জন এবং দশম শ্রেণীর ৯১৩,০৩৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল ৯ মে প্রকাশিত হবে, যেখানে দশম এবং একাদশশ্রেণীর ফলাফল ১৯ মে প্রকাশিত হবে।

প্রার্থনা তালিকা

১. আসুন আমরা সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রার্থনা করি যারা এই পরীক্ষাগুলো দিয়েছে এবং এখন তাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে।

২. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে প্রতিটি শিক্ষার্থীযেনভালো নম্বর পায় এবং সাফল্যে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।

৩. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ হোক এবং তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক।

৪. আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে খারাপ ফলাফলের কারণে কোনও শিক্ষার্থী যেন হতাশ না হয় বা ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত না নেয়- তারা যেন সাহস এবং আশায় ভরে ওঠে।

পুনরুজ্জীবনের বীজ

অ্যাডোনিরামজাডসন ১৭৮৮ সালের, ৯ই আগষ্ট,ম্যাসাচুসেটসের,মালডেনে জন্মগ্রহণ করেন।মাত্র তিন বছরবয়সে, তিনি বাইবেলের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় মুখস্থ করে এবং আবৃত্তি করে তার বাবাকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তার ছেলের অসাধারণ প্রতিভা উপলব্ধি করে, তার বাবা তাকে তার মেধাবী মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপলব্ধ সেরা স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। বারো বছর বয়সে,জাডসন ইতিমধ্যেই গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন, যা কঠিন ভাষা হিসেবে বিখ্যাত।

যদিও জাডসনের স্বাস্থ্য ভালো ছিল, চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একটি গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হন,এতটাই গুরুতর যে মনে হচ্ছিল তিনি আর বাঁচতে পারবেন না।তবুও, ঈশ্বরের কৃপায়, তিনি অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে, জাডসনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন একজন কট্টর নাস্তিক, যিনি ক্রমাগত তার মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছিলেন, অবশেষে তাকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়েনিয়ে যান।

যাইহোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে যখন জাডসন তার জীবন, তার চিন্তাভাবনা এবং তার পছন্দগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করেন এবং তার পথের ভুলগুলি স্বীকার করেন। ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের ইচ্ছায়, তিনি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই ভর্তি হওয়া সম্ভব না হওয়ায়, তিনি তিন মাস বাড়িতে পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বোঝারজন্য প্রচেষ্টা করেন। এই সময়কালে, তিনি খ্রীষ্টের কাছে তার জীবন সমর্পণ করেন, এই বিশ্বাসে যে ঈশ্বরের তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

ঠিক তখনই তিনি "দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" নামে একটি বইয়ের মুখোমুখি হন, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল যে কীভাবে ভারতে যীশুর সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছিল এবং সেখানকার মানুষের জীবনে এর রূপান্তরমূলক প্রভাব কী ছিল। এই বিবরণটি জাডসনের মনে ভারতে একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।ধর্মপ্রচারক কাজের প্রতি আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।তবুও, তার আগমনের কিছুক্ষণ পরেই, তাকে জানানো হয় যে সেখানে আর কোনও ধর্মপ্রচারকের প্রয়োজন নেই।নিরুৎসাহিত না হয়ে, তিনি দ্রুত একটি জাহাজে উঠেছিলেন এবং প্রচুর কষ্টের মধ্যেও বার্মায়(বর্তমান মায়ানমার) যাত্রা করেছিলেন,যেখানে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে প্রভুর কাজ সম্পাদন করেছিলেন।

বার্মিজ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি অধ্যবসায়ের সাথে ভাষাটি শিখেছিলেন।অসংখ্য বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অধ্যবসায় করেছিলেন এবং সফলভাবে অনুবাদটি সম্পন্ন করেছিলেন। এই সময়েই,

একদিন,রাজকীয় সৈন্যদের একটি দল জাডসনের বাড়িতে আক্রমণ করে, দখল করে নেয়

তাকে, এবং ঘোষণা করল,"রাজা তোমাকে ডাকছেন !এক্ষুনিএ-সো।" দেরি না করে, তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল এবং দোষী সাব্যস্ত অপরাধী হিসেবে কারাগারে পাঠাল।

দীর্ঘ অনেক মাস ধরে, তিনি সঠিক খাবার ছাড়াই প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তার পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, এবং তার হাত ভারী শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল।যেহেতু জাডসন একজন রাজার বন্দীছিলেন, তাই কর্তৃপক্ষকে তার বাড়ি থেকে সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।এই আশঙ্কায়, তার স্ত্রী অ্যানজাডসন দ্রুত তাদের কয়েকটি মূল্যবান জিনিসপত্র এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে,জাডসনের মূল্যবান অনুবাদ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সেগুলি সাবধানে মুড়েছিলেন, একটি গর্ত খনন করেছিলেন এবং নিরাপদ রাখার জন্য একটি গোপন স্থানে পুঁতে রেখেছিলেন।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর, সে পাণ্ডুলিপিগুলো বের করে এবংএকটি বালিশের ভিতরে মূল্যবান কাগজপত্রের মতলুকিয়েরাখে।তারপর সে সেগুলো কোনোভাবে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পর জাডসনের হাতে তুলে দিল।পৃষ্ঠাগুলো পড়ে,যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশোধন করে ফেলেন, এমনকি তারসেই কষ্টের মধ্যেও তার এইকাজ থেকে প্রচুর সান্ত্বনা ও তৃপ্তি পেল।

এক সময়,জাডসনকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি বালিশটি তার সাথে বহন করেছিলেন, এটি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।যাইহোক, রাগের বশে, একজন কারা কর্মকর্তা তার কাছ থেকে বালিশটি কেড়েনিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তাকে এটি সাথে নিতে নিষেধ করেন।শোকে অভিভূত, জাডসনঅসহায়ভাবেকেঁদে ফেলেন, এই চিন্তা সহ্য করতে না পেরে যে বার্মিজ জনগণকে তাদের নিজস্ব ভাষায় ঈশ্বরের বাক্য প্রদানের জন্য বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম এখন চিরতরেহারিয়ে গেল।

তবুও, হতাশার গভীরে থাকা সত্ত্বেও, তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন: "প্রভু, এই লোকেদের কাছে তাদের মাতৃভাষায় তোমার বাক্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তা যেন বৃথা না যায়।শয়তান কেজয়ী না হতে দিন। এই ভার নিজের উপর তুলে নিন এবং এটিকে বিজয়ের দিকে এগিয়েনিয়ে যান!"

কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। একজন খ্রিষ্টান সেই ফেলে দেওয়া বালিশটি খুঁজে পান, যিনি ভেতরে লুকানো ধন আবিষ্কার করে অবাক হয়ে যান।গুরুত্ব বুঝতে পেরে তিনি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের জন্য বাইবেল সোসাইটির কাছে যান। এভাবে, সম্পূর্ণ বাইবেল টি বার্মিজভাষায়সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। যখন এই খবর অ্যাডোনিরাম জাডসনের কাছে পৌঁছায়, তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না। যদিও তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, তবুও ঈশ্বর কীভাবে এই কাজটি আশ্চর্যজনকভাবে সম্পন্ন করেছেন তা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। প্রভু জাডসনেরহৃদয় থেকে নির্গত মরিয়া হওয়া প্রার্থনা শুনেছিলেন।

এমনকি একজন যুবক হিসেবেও,জাডসন একটি উদ্যোগী এবং অটল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: "খ্রীষ্টের ক্রুশ বার্মায়দৃঢ়ভাবে রোপণ না করা পর্যন্ত আমি এই দেশ ছেড়ে যাব না। " তার সংকল্পেরফলস্বরূপ, তিন দশক পরে,বার্মায়৬৩টি গির্জা, ১৬৩ জন স্থানীয় যাজক, কর্মী এবং ৭,০০০ এরও বেশি বার্মিজ মানুষের ঐক্যবদ্ধপ্রত্যক্ষ করেন যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর জন্য বেঁচে ছিল।

১৮৫০ সালে, যক্ষ্মা রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়ে, জাডসনচিকিৎসার জন্য সমুদ্র যাত্রা শুরু করেন। যাত্রার সময়, ৬২ বছর বয়সে, তিনি মারা যান এবং তাঁর দেহ সমুদ্রে সমাহিত করা হয়।আজও, মিশনারিরা জাডসনের রেখে যাওয়া পরিচর্যার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের পরিচর্যার কাজকরেচলেছেনযেখানে তাঁর পদচিহ্নএকসময়পড়েছিল। সারা জীবন অসংখ্য কষ্ট, পরীক্ষা এবং দুর্দশা সহ্য করার পরেও, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে জাডসনকে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্তদের মাধ্যমে, শ্রমের মাধ্যমে,বার্মার হাজার হাজার মানুষ খ্রিষ্টকে জানতে পারছে।জাডসন তার জীবন সম্পূর্ণরূপেবার্মার জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রিয় তরুণ পাঠকগণ, যখন তোমরা এটি পড়বে, তখন কি তোমরা ঈশ্বরের এই দাসদের কথা চিন্তা করার জন্য এক মুহূর্ত থেমে যাবে যারা তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেছিল? তোমরা কি নিজেকে উৎসর্গ করবে যাতে বিদেশী দেশে বসবাসকারী অপরিচিতরা প্রভুকে জানতে পারে? তোমরা কি তোমাদের জীবনের উপর ঐশ্বরিক আহ্বান অনুভব করো? তোমাদের গির্জা কি এমন একটি গির্জা হয়ে উঠবে যা তাঁর ফসলের ক্ষেতে শ্রমিক পাঠাবে? তোমরা কি একজনতাঁর সেবক হিসেবে পরিচর্যার কাজে মহান ব্যক্তি হয়ে উঠবে?

কোন প্রবণতা নাআমার বন্ধু...!

আত্মার আদর্শ

হ্যালো বন্ধুরা! যুববিশ্বরমাধ্যমে আবারও আপনাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরে আনন্দিত।এই সিরিজে, আমরা অনুসন্ধান করব ১ম তীমথিয় ৪:১২, যেখানে খ্রিষ্টান যুবকদের উদাহরণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলি আবিষ্কার করা হয়েছে। গত মাসে, আমরা প্রেমে কীভাবে আদর্শহতে হয় তা নিয়ে চিন্তা করেছি। এই মাসে, আসুন আত্মার আদর্শ হওয়ার অর্থ কী তা খুঁজে বের করি।

আজকের তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ সংগ্রামগুলির মধ্যে একটি হল শূন্যতার অনুভূতি – "আমার ঠিক লাগছে না... কিছুই কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না!"এই সমস্যার মূল কারণ কী? এটি শারীরিক দুর্বলতা নয় বরং দুর্বলমনোবল। কেউ কেউ ক্রমাগত বিরক্ত থাকে, সামান্যতম বিষয়েই বিরক্ত হয়। অন্যরা অযৌক্তিক ভাবে সম্পর্কহীন বিষয়ে রেগে যায়, এটি হতাশার আত্মার কাজ। তারপর এমন কিছু লোক আছে যাদের মন অবিরাম ভাবে অনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্বারা গ্রাস করে - অপবিত্রতার আত্মা দ্বারা চালিত।

আজকাল অসংখ্য উপায়ে, তরুণরা বিভিন্ন মানুষদ্বারা ছিটকে পড়ছে এবং বিক্ষিপ্ত হয়েযাচ্ছে। তাহলে, কীভাবে আমরা দৃঢ় থাকতে পারি এবং আত্মায় সাক্ষ্য দিতে পারি? আসুন একসাথে অন্বেষণ করি! গীতসংহিতা বইতে, আমরা একটি আন্তরিক প্রার্থনা পাই:"হে ঈশ্বর, আমাকে একটি স্থির আত্মা দান করুন; আমাকে একটি ইচ্ছুক আত্মা দিয়ে শক্তি দিন।"

প্রিয় বন্ধুরা, এই দিনগুলিতে, আমাদের আত্মার অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটু সময় বের করতে হবে। কী এটিকে প্রভাবিত করে? কী এটিকে বন্দী করে রাখে? যখন আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আমাদের চিন্তাভাবনা বিশুদ্ধ হবে এবং আমাদের কর্মে পবিত্রতা প্রতিফলিত হবে।আমাদের মাধ্যমে, অন্যরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। বাইবেল মানব আত্মাকে প্রভুর দেওয়া একটি প্রদীপ হিসাবে বর্ণনা করে - এমন একটি আলো যা কখনও নিভে যাবে না।এই কারণেই পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে লিখে অনুরোধ করেন,"আত্মাকে নিভিয়ে দিও না।" রাজা শলোমন তার প্রজ্ঞায় ঘোষণা করেছিলেন, "দুর্বলতার সময় মনের বলই মানুষকে ধরে রাখে," তিনি আরও বলেন,"কিন্তু ভাংগা মন কে সহ্য করতে পারে?যদি আমাদের আত্মা ভেঙে যায়- সহজ ভাষায়, যদি আমাদের আত্মা আহত হয়- তাহলে কে সত্যিই এর আরোগ্য আনতে পারে?

আজকাল অনেক তরুণ-তরুণী আধ্যাত্মিক ক্ষতভোগ করে, যার ফলে তারা যন্ত্রণা ও উদ্বেগের সম্মুখীনহয়।কিন্তু মনে রাখবেন, আত্মাকে প্রাণবন্ত,জীবন্তকরে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে!আমাদের অবশ্যই এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের মধ্যে আত্মার আগুন কখনও নিভে না যায়।এই কারণেই পৌল তীমথিয়কে লেখা তার চিঠিতে তাকে আত্মা সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন।আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি আমাদের আত্মার অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

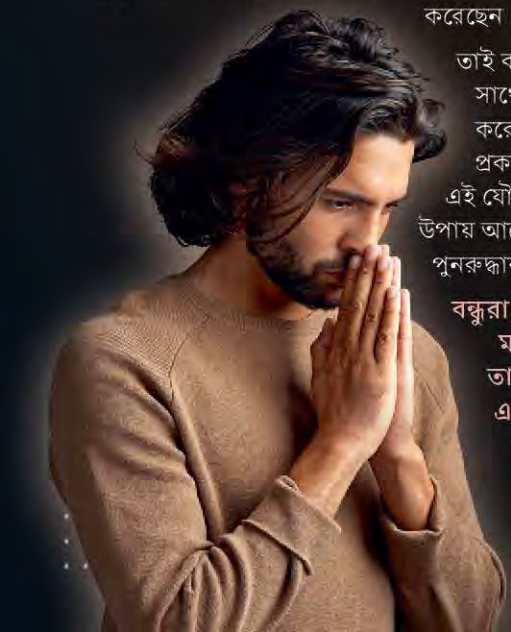

তাই বন্ধুরা, একটু চিন্তা করো।বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের আত্মা যোষেফের সাথে ছিলেন, এমনকি ফোরৌন এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, একে ঈশ্বরের আত্মা বলে অভিহিত করেছিল। আমাদের মধ্যে যে আত্মা কাজ করে তার প্রকৃতি আমাদের জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে তোমার আত্মাকে সমর্পণ করো, তাহলে তুমি অবশ্যই এই যৌবনকালে তাঁর ঐশ্বরিক আশীর্বাদ অনুভব করবে। আহত আত্মাকে সুস্থ করার একমাত্র উপায় আছে -যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত। যখন তিনি কাছে আসেন তখনই আত্মার ভগ্নতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তিনিই আরোগ্যকারী, যিনি চূর্ণবিচূর্ণ আত্মাকে উত্থাপন করেন।

বন্ধুরা, আমাদের প্রবণতা হল পবিত্র আত্মা!ক্লান্তি এবং হতাশা একজন খ্রিস্টান যুবকের মানদণ্ড নয়।যদি আমরা এই বিশ্বের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে দৃঢ়ভাবেদাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করতে হবে।আমাদেরকে একটি উচ্চতর জীবনের জন্য ডাকা হয়েছে, ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যের জন্য আলাদা করা একটি জীবন।তাই হতাশায় থেকো না।জেগে ওঠো! তোমাদের আত্মাকে জাগিয়ে তোলো! তোমাদের উদ্দীপনা কেবল নিজের জন্য নয়, বরং অন্যান্য তরুণ জীবনেও আগুন জ্বালাতে দাও!

CASTLE IN THE AIR TO Canva

প্রিয় তরুণ সাফল্য অর্জনকারীরা, তোমাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা! জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি হল এই উপলব্ধি যে প্রত্যেকেরই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন থাকে।কিন্তু যদি একটি স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যায়, তবে তা কখনই সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে না।যখন আমরা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে শিখি, তখনই আমরা সত্যিই অসাধারণ কিছু অর্জন করতে পারি। এবং আজ, তোমাদের সামনে, একজন অনুপ্রেরণামূলক স্বপ্নদ্রষ্টার যাত্রারকথা বলব, যিনি,তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন।

মেলানি পারকিন্স ১৯৮৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবনকালেও তার মধ্যে উদ্যোক্তার মনোভাব ছিল, তিনি হস্তনির্মিত পণ্য তৈরি এবং বিক্রি করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনিব্যবসা এবং উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়, তিনি বুঝতে পারেননি যে ডিজাইন সফটওয়্যার কতটা জটিল হতে পারে, যা অনেকের জন্য ব্যবহার করা কঠিন হয়।এর ফলে গ্রাফিক ডিজাইনের জগৎকে সহজ করার একটি ধারণা তৈরি হয়।

২০০৭ সালে, মেলানি তার সঙ্গী ক্লিফওব্রেখ্টের সাথে মিলে ফিউশনবুকস নামে একটি অনলাইন ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করেন। তবে, তার চূড়ান্ত স্বপ্ন ছিল একটি বিশ্বব্যাপী অনলাইন ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং এটি সকলের জন্য সহজযোগ্য করে তোলা। তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি ক্লিফওব্রেখ্ট এবং ক্যামেরন অ্যাডামসের সাথে মিলে ২০১৩ সালে ক্যানভা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম দিনগুলি খুব একটা সহজ ছিল না। মেলানি যখন বিনিয়োগ কারীদের কাছে তার ধারণাটি উপস্থাপন করেছিলেন, তখন তাকে বারবার প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হতে হয়েছে।কিন্তু তিনি কখনও হাল ছাড়েননি।তার স্বপ্নের প্রতি অটল অধ্যবসায় এবং বিশ্বাসের সাথে, তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন - এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হন। আজ,ক্যানভা বিশ্বের সবচেয়ে সফল ডিজাইন প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি, যা প্রমাণ করে যে, দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করলে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে পারে!

আজ, ক্যানভা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ১৯০ টিরও বেশি দেশের স্রষ্টাদের ক্ষমতায়ন করছে। একটি সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহু-বিলিয়ন ডলারের উদ্যোগে, ক্যানভার যাত্রা অনুপ্রেরণামূলক।

প্রিয় পাঠকগণ, আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে, আপনাকে অবশ্যই প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে শিখতে হবে।আপনার স্বপ্নকে কখনও ত্যাগ করবেন না - মেলানির মতো নিরলসভাবে তাদের পিছনে ছুটুন। সাফল্য কোনও দূরবর্তী গন্তব্য নয়; এটি আপনার নাগালের মধ্যে। আপনার স্বপ্ন কেবল একটি স্বপ্নই থাকবে নাকি একটি বিজয়ী-বাস্তবতায় রূপান্তরিত হবে তা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করে!

ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত

প্রিয় বন্ধুরা,যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য নামে শুভেচ্ছা!"ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত" এই ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে আবারও তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি আনন্দে পরিপূর্ণ। গত মাসে, আমরা ইস্রায়েল জাতির ঐতিহাসিক গঠন অন্বেষণ করেছি।

রাজা দায়ূদ, যিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেছিলেন, তাঁর প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির নির্মাণের গভীর ইচ্ছা ছিল।যাইহোক, ঈশ্বর দায়ূদকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জন্য মন্দির নির্মাণ করবে না; কিন্তু তোমার পুত্র শলোমন আমার জন্য মন্দির নির্মাণ করবে।"

দায়ূদের রাজত্বের পর, তার পুত্র শলোমন যিরূশালেমে মোরিয়া পর্বতের উপরে একটি দুর্দান্ত মন্দির নির্মাণ করেন (যেখানে আব্রাহাম ইসহাককে বলিদানের জন্য নিয়ে গিয়েছি-লেন)। ভারতীয় রুপিতে আজকের মূল্যায়ন অনুসারে,-যিরূশালেম মন্দিরের নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১৬,৬০০ ট্রিলিয়নরুপি, যা আপনাকে ধারণা দেয় এই ঐতিহাসিক মন্দিরটি কত মহান ছিল।

৫৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরএই জাঁকজমক পূর্ণযিরূশালেম মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন (প্রাচীন ব্যাবিলন আধুনিক ইরাকের সাথে মিলে যায়) ।ব্যাবিলনীয়রা মন্দির থেকে অমূল্য সম্পদ লুট করেনেয়। ব্যাবিলনের রাজা সাইরাসে ররাজত্বকালে, প্রভু সরুব্বাবিল(৫৩৬-৫১৯খ্রিস্টাব্দ) নামে একজন

দাসকে উত্থাপন করেছিলেন, যার নেতৃত্বে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

রাজা দায়ূদ, যিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেছিলেন, তাঁর প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির নির্মাণের গভীর ইচ্ছা ছিল।যাইহোক, ঈশ্বর দায়ূদকে বলেছিলেন, "তুমি আমার জন্য মন্দির নির্মাণ করবে না, কিন্তু তোমার পুত্র শলোমন আমার জন্য মন্দির নির্মাণ করবে।"

তা সত্ত্বেও, মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি হিসেবে দায়ূদ প্রচুর পরিমাণে সোনা,রূপো, ব্রোঞ্জ এবং কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে এই দ্বিতীয় মন্দিরটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, যিরূশালে মশাসন ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তন ঘটে। রাজা হেরোদের রাজত্বকালে, তিনি দ্বিতীয় মন্দিরটি সংস্কার করে ইহুদিদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন।

এই সংস্কারকৃত দ্বিতীয় মন্দিরটি যীশুরসময়েই ছিল।যীশু এই মন্দির সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এমন দিন আসবে যখন একটি পাথরের উপর অন্য পাথর থাকবে না যা ভেঙে ফেলা হবে।" (লূক ২১:৬ NKJV)

যীশুর পার্থিব পরিচর্যার পর - তাঁর জন্ম, জীবন, অলৌকিক ঘটনা, ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং পুনরুত্থান - পঞ্চাশত্তমীর দিনে উপরের ঘরে প্রার্থনারত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল। পবিত্রআত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে, শিষ্যরা সাহসের সাথে পরিচর্যা করেছিলেন, শক্তি প্রকাশ করেছিলেন, জনতাকে পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করেছিলেন এবং এর ফলে গির্জাগুলির অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটেছিল।যিরূশালেমেপ্রজ্জ্বলিতপুনরুজ্জীবনের আগুন যিহূদিয়া,শমরিয়া, প্রতিবেশী দেশ, দ্বীপপুঞ্জ, মহাদেশ এমনকি রোম পর্যন্ত ছড়িয়েপড়েছিল।

আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন যেন আপনার উপরও পুনরুজ্জীবনের আগুন বর্ষিত হয়, যাতে আপনিও এই স্বর্গীয় শিখায় উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে পারেন।

"ঈশ্বর বলেন,শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা ভাববাদী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,তোমাদের প্রাচীনলোকেরা স্বপ্ন দেখবে।। এমন কি, সেই সময়ে আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাদী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে" (প্রেরিত ২:১৭-১৮)।

রোমানআমলে,৭০ খ্রিস্টাব্দে,যিরূশালেমে দ্বিতীয় মন্দিরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।ইস্রায়েলীয়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে; দেশে কোনও ইস্রায়েলীয় অবশিষ্ট ছিল না।ইস্রায়েলে একজনও ইহুদি অবশিষ্ট ছিল না। বিশ্বের মানচিত্র থেকে ইস্রায়েল নামটি পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল; যিরূশালেমে এবং এর মন্দির আগুনে পুড়ে গিয়েছিল এবং ইস্রায়েল জাতি আর ছিল না।

প্রিয় বন্ধুরা, আগামী মাসে আমরা "ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত" সম্পর্কে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব।

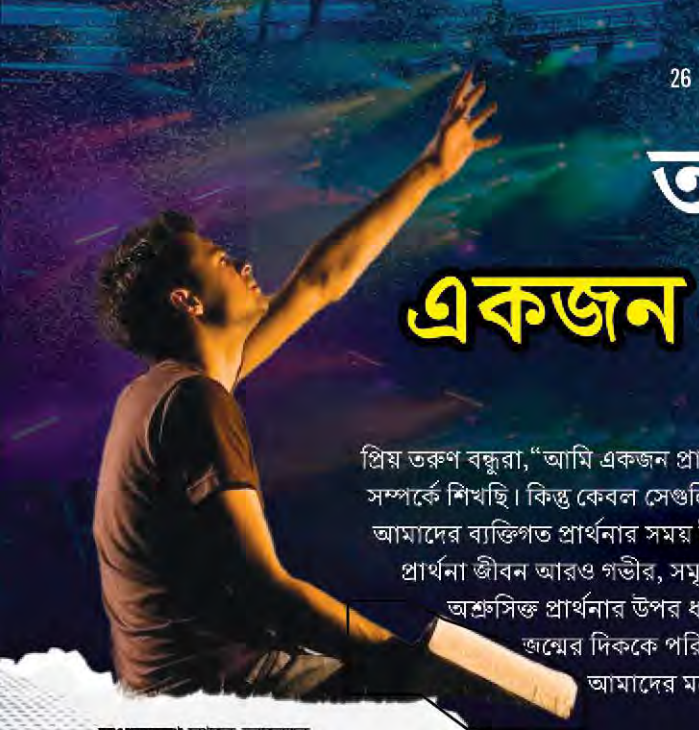

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা!

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,"আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা" সিরিজের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরণের প্রার্থনা সম্পর্কে শিখছি। কিন্তু কেবল সেগুলি সম্পর্কে পড়া আমাদের কোনও লাভ করবে না।যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রার্থনাগুলি অনুশীলন করি, তখন আমাদের প্রার্থনা জীবন আরও গভীর, সমৃদ্ধ এবং আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।গত মাসে, আমরা হান্নার অশ্রুসিক্ত প্রার্থনার উপর ধ্যান করেছি - এমন একটি প্রার্থনা যা একজন মহান ভাববাদীর জন্মের দিককে পরিচালিত করেছিল।এই মাসে, আমরা মধ্যস্থতা প্রার্থনার উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব।

মধ্যস্থতা মানে অন্যের পক্ষে আবেদন করা । মজার ব্যাপার হল, আমরা যে সৎকর্ম করছে তার জন্য সুপারিশ করি না, বরং যে বিপথগামী হয়েছে তার জন্য সুপারিশ করি।মোশি প্রার্থনা করেছিলেন,"...দয়া করে তাদের পাপ ক্ষমা করুন। কিন্তু যদি না হয়, তাহলে তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমাকে মুছে ফেলো" (যাত্রাপুস্তক ৩২:৩২)। তার প্রার্থনায় এক গভীর বোঝা প্রতিফলিত হয়েছিল: এমনকি যদি তাকে নিজেই শাস্তি বহন করতে হয়, তবুও তিনি সর্বোপরি চেয়েছিলেন যে তার লোকেরা ক্ষমা পাক।মোশির মধ্যস্থতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের ভস্মীভূত ক্রোধ থেকে তার লোকদের উদ্ধার করা।

আমরা হয়তো প্রায়ই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছি। কিন্তু আমরা কি কখনও অন্যদের প্রয়োজনের জন্য একই আন্তরিকতার সাথে মধ্যস্থতা করেছি?বেশিরভাগ সময়ই, অন্যদের জন্য আমাদের প্রার্থনা কেবল আন্তরিক মধ্যস্থতার পরিবর্তে কেবল কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মোশি সহজেই চুপ করে থাকতে পারতেন, এই ভেবে যে,"আমি কোন পাপ করিনি, আমি কেন এই লোকেদের জন্য প্রার্থনা করব? তাদের নিজেদের কর্মের ফল তাদেরই ভোগ করতে দিই।" তবুও, তিনি নীরবতা বেছে নেননি।পরিবর্তে,মোশি ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর লোকেদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩২:১০-১৩)। তিনি তাদের পাপের বোঝা নিজের উপর তুলে নিলেন এবং তাদের মুক্তির জন্য আন্তরিক ভাবে মধ্যস্থতা করলেন। প্রভু আমাদের কাছ থেকে এই ধরণের প্রার্থনা চান।

মোশির আন্তরিক মধ্যস্থতার ফলে, ঈশ্বর তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে মুখ বিরত হয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩২:১৪)। শাস্ত্র আমাদের বলে যে প্রভু তাঁর লোকেদের জন্য যে বিপর্যয় আনতে চলেছিলেন তা আনা থেকে তিনি দয়া করেছিলেন। মধ্যস্থতা প্রার্থনার শক্তির এটি কত শক্তিশালী সাক্ষ্য!

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আমাদের অশ্রুসিক্ত প্রার্থনায় অপরিসীম শক্তি রয়েছে। তবুও, আমরা এই শক্তি কেবল আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন বা পার্থিব উদ্বেগের জন্য ব্যবহার করি, আমাদের চারপাশের ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মাদের জন্য দাঁড়াতে ব্যর্থ হই।মনে রাখবেন, আমাদের অশ্রুসিক্ত প্রার্থনাই মৃতপ্রায় জনতাকে বাঁচানোর অস্ত্র হয়ে ওঠে। আজ থেকে, জাতির জন্য এবং হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের প্রার্থনায় ধরে রাখার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করুন। আপনার প্রার্থনার কারণে অসংখ্য মানুষ নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাবে!

ভাববাদী যিরমিয়ের কান্না আমাদের হৃদয়ের কান্নায় পরিণত হোক! "আহা, যদি আমার মাথা জলের ঝর্ণাহতো, আর আমার চোখ অশ্রুর ঝর্ণাহতো!" (যিরমিয় ৯:১)। আমাদের প্রার্থনা জীবনের এই ভঙ্গিই হোক!